103390 - মহাবশি্ব নয়িে চন্তিা করা কি ইবাদত?

প্রশ্ন

এটা কি সঠকি যে, মহাবশি্ব নয়িে চন্তিা করা ইবাদতরে মত?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মহাবশি্ব নয়িে চন্তিা করার মানে আল্লাহর সৃষ্টকিুল নয়িে চন্তিা করা। এতে তনিি যে অভনিব সৃষ্টি করছেনে তা নয়িে ভাবা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্ব ও কুদরতরে পক্ষে দললি পশে করা। এটি এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে ঈমান বাড়ে, একীন পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণে আল্লাহ্র কতিাবে পুনঃপুনঃ এই চন্তিাভাবনার প্রতি আহ্বান করা হয়ছে। যমেন আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীত: "বলুন, 'তোমেরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, কভিাবে তনিি সৃষ্টি আরম্ভ করছেনে? তারপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবনে পরবতী সৃষ্টি। নশি্চয় আল্লাহ্ সব কছিুর উপর ক্ষমতাবান।'[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২০] এবং আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীত: "তারা কি তাহলে উটগুলোর দকিে তাকয়িে দখেে না যে, কভিাবে তাদরেকে সৃষ্টি করা হয়ছে? এবং (তাকয়িে দখেে না) আসমানরে দকি, কভিাবে তা উঁচু করা হয়ছে? এবং পর্বতমালার দকিে যে, কভিাবে সগেুলো স্থাপন করা হয়ছে? এবং পৃথবিীর দকিে যে, কভিাবে তাকে বস্তিৃত করা হয়ছে।'[সূরা গাশয়িা, আয়াত: ১৭-২০]

এবং তাঁর এ বাণীত: "আসমান-জমনিরে সৃষ্টতিে, রাত-দনিরে আবর্তনে, মানুষরে উপকারী সামগ্রী নয়িে জলপথে চলমান নৌযানে, আল্লাহ্ আকাশ থকেে যে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে তার সাহায্যে মৃত ভূমকিে জীবতি করনে তাতে, তনিি ভূমতিে যে সব পশু-প্রাণী ছড়য়িে দয়িছেনে তাতে, বাতাসরে দকি-পরবির্তনে এবং আকাশ আর ভূমরি মাঝে ভাসমান মঘেরাশতিে অবশ্যই বুঝমান লোকদরে জন্য নর্দিশন রয়ছে।'[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৬৪]

যখন কোন মানুষ এই সৃষ্টগিুলোকে নয়িে চন্তিা করব, এগুলোকে সৃষ্টি করার হকেমত নয়িে ভাবব, সৃষ্টরি নপিুণতা নয়িে কল্পনা করবে এবং এগুলোকে আল্লাহ্ অনুগত করে দয়ো নয়িে চন্তিা করব; এতে করে তার ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পাবে এবং এই চন্তিার জন্য সে সওয়াব প্রাপ্ত হব।

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মত ও তাদরে রাজ্যগুলোর পরণিতি নয়িে চন্তিাভাবনা করা। তাদরে কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে যে রাজ্যগুলোর পতন হয়ছে এবং এর থকেে উপদশে গ্রহণ করা। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা সালহে আলাইহসি সালামরে কওম ও তাদরে রাজ্য সম্পর্কে এবং ছামুদদরে রাজ্য সম্পর্কে বলনে: "অতএব দখে, তাদরে চক্রান্তরে পরণিতি কমেন ছলি। তা এই

ছলি যে, আমি তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। ঐ যে তাদের ঘরবাড়ি, তাদের অপকর্মের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য অবশ্যই একটি নিদির্শন আছে।’[সূরা আন-নামল, আয়াত: ৫১-৫২]

কিন্তু কেবল আনন্দ ও উপভোগের জন্য মহাবশি্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে সেটি ইবাদত নয়। বরং সেটি মুবাহ (বধৈ); তবে এই শর্তে যে, এটি যেন কোন ফরয ইবাদত পালনে প্রতিবন্ধক না হয় কিংবা কোন হারামে পতিত না করে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।